কড়া নিরাপত্তায় আজ ত্রিপুরায় পুরভোট

আগরতলা, ২৪ নভেম্বর : সুপ্রিম কোর্টে তৃণমূলের ভোট স্থগিতের আর্জি খারিজের পর বৃহস্পতিবার ত্রিপুরায় পুরভোট হতে আর কোনও বাধা রইল না। গত কয়েকদিন পুরভোটের প্রচার ঘিরে উত্তেজনার জেরে নজিরবিহীন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে কমিশন। ত্রিপুরার ২০টি থানা এলাকার আজ ৬৪৪টি বুথে ভোটগ্রহণ হবে। আগরতলার সবকটি বুথকেই স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কমিশনের মতে, ত্রিপুরার রাজধানীর ২৭৪টি ভোটকেন্দ্র স্পর্শকাতর ও ৩৭০টি বুথ অতিস্পর্শকাতর। আদালতের নির্দেশে সেন্সিবিলিটি ম্যাপিংয়ের পর এই ঘোষণা করেছে কমিশন। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে অতিস্পর্শকাতর বুথে পাঁচজন টিএসআর জওয়ান মোতায়েন করা হবে। স্ট্রং রুম ও সরকারি প্রেসে ২ জন করে সিআরপিএফ টিম মোতায়েন করা হচ্ছে। একজন গেজেটেড অফিসারের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে। ত্রিপুরার রিটার্নিং অফিসারকে দেওয়া হচ্ছে নিরাপত্তারক্ষী। সব অবজার্ভারদের নিরাপত্তারক্ষী ও এসকর্ট দেওয়া হচ্ছে। আগরতলা পুর এলাকায় সিআরপিএফ-এর অতিরিক্ত ১৫টি টিম মোতায়েন করা হচ্ছে।

এদিকে আগরতলা পুর নির্বাচনের দিনই ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি সঞ্জয় মিশ্রকে তলব করল নারকেলডাঙা থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবারই তাঁকে থানায় সশরীরে হাজির থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিপর্যয় মোকাবিলা আইনে সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। যদিও সঞ্জয়বাবু বলেন, 'আমি তো কলকাতায় যাইনি। তাহলে আমার বিরুদ্ধে কেন এই মামলা দিল

শূন্যের ভ্রুকুটি সিপিএমের

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ?' যদিও ভোট ফেলে তিনি বৃহস্পতিবার হাজিরা দিতে আসবেন কিনা, তা নিয়ে কিছু জানাননি।

বড়সড়ো অঘটন না ঘটলে ত্রিপুরাতেও হাত শূন্য হতে চলেছে সিপিএমের। বৃহস্পতিবার ত্রিপুরায় পুরভোট। ২০টি পুর ও নগর পঞ্চায়েত এলাকায় ৩৩৪টি ওয়ার্ড রয়েছে। এর মধ্যে ১১২টি ওয়ার্ড বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজেপি জিতে গিয়েছে। এর দৌলতে ইতিমধ্যেই ৬টি পুরসভা ও নগর পঞ্চায়েত তাদের হাতে এসে গিয়েছে। সিপিএমের অভিযোগ, গেরুয়া শিবিরের সন্ত্রাসের কারণে এই ঘটনা ঘটেছে। গণতান্ত্রিক পরিসর নেই। একই অভিযোগ করেছে তৃণমূলও। বিজেপির দাবি, ওদের লোক নেই, তাই এসব কাঁদুনি গাইছে। সিপিএমের জমানায় যখন বিরোধীরা প্রার্থী দিতে পারত না, তখন ওরা কী বলত? যদিও বাম শিবিরের দাবি, 'বামফ্রন্ট আমলে পুরসভা ভোটে জিতে আমরা হয়তো বোর্ড পরিচালনা করতাম, কিন্তু শয়ে শয়ে ওয়ার্ডে প্রার্থী নেই, এই ছবি ছিল না। পঞ্চায়েত স্তরে কিছু ক্ষেত্রে এরকম ঘটনা ঘটত, কিন্তু এমন বিরোধীশূন্য করে দেওয়ার প্রবণতা ছিল না।'

এদিকে নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় ত্রিপুরা নিয়ে মুখ খুলেছেন তৃণমূল যুব কংগ্রেস নেত্রী সায়নী ঘোষ। রবিবার ত্রিপুরায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তিনি। পাশে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। ফেসবুকে তিনি লেখেন, 'সকলের প্রার্থনায়, ভালোবাসায় আজ আরও উদ্যমে এগিয়ে যাওয়ার সহস পেলাম, এটুকু বলতে পারি। একান্ত ধন্যবাদ জানাই মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাঁদের সহযোগিতা আমার এগিয়ে চলার সাহস। ধন্যবাদ জানাই আমার প্রত্যেক বিধায়ক, সাংসদ, আমার সহকর্মীবৃন্দ, আমাদের সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দকে। যাঁরা জেলায় জেলায় আমার সমর্থনে পথে নেমেছেন।'

হাতিকে কলা খাইয়ে দিচ্ছেন বিজেপির সভাপতি জেপি নাড্ডা। বুধবার তামিলনাড়ুর তিরুপ্পুরে। –পিটিআই

স্বাস্থ্যের হাল ফেরাতে এডিবি'র দ্বারস্থ কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর : দেশের ভেঙে পড়া স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে ফের গড়ে তুলতে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)-র সাহায্য নিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। মূলত, দেশের শহরাঞ্চলের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ৩০ কোটি ডলারের এডিবির সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ভারত।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, শহরাঞ্চলে মহামারি মোকাবিলায় প্রস্তুতি ও সার্বিক প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে এই চুক্তি হয়েছে। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থ বিষয়ক মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব রজত কুমার মিশ্র এবং এডিবি'র ইন্ডিয়া রেসিডেন্ট মিশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর তাকেয়ো কোনিশি। এই প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সহ ১৩টি রাজ্যের মোটামুটি ২৫ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন বলে দাবি করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে বস্তি এলাকার ৫ কোটি ১০ লক্ষ নাগরিকও রয়েছেন।

রজত কুমার মিশ্র বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে আয়ুষ্মান ভারত হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার এবং প্রধানমন্ত্রী আত্মনির্ভর স্বাস্থ্য ভারত যোজনা নামে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তাকে সাহায্য করবে এই কর্মসূচি। দ্বিতীয় প্রকল্পের নাম বদলে করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার মিশন। শহুরে এলাকার গরিব

ঋণ চুক্তি

- ৩০ কোটি ডলার ঋণের চুক্তি
- বাংলা সহ ১৩টি রাজ্যের শহরাঞ্চলের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা ও মহামারি মোকাবিলা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নতিই লক্ষ্য
- উপকৃত হবেন ৫.১ কোটি শহুরে বস্তিবাসী সহ মোট ২৫.৬০ কোটি মানুষ
- প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত তথ্য আদানপ্রদান পদ্ধতিকে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নত করা হবে
- পরিষেবার উন্নতিতে বেসরকারি সাহায্য নেওয়া হবে

মানুষের জন্য উন্নত প্রাথমিক পরিষেবার পরিসর বাড়ানো হবে এই কর্মসূচির মাধ্যমে।

২০১৮ সালে শুরু হয়েছিল আয়ুষ্মান ভারত কর্মসূচি। ভারতের সব মানুষকে স্বাস্থ্য সুরক্ষার আওতায় নিয়ে আসার অন্যতম নীতি হিসাবে সার্বিক প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ বাড়ানোই লক্ষ্য ছিল এই কর্মসূচির। কোভিড মহামারির ফলে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর বাড়তি চাপ তৈরি হয়েছে। সেই বিষয়টি মনে রেখে সরকার গত অক্টোবরে পিএম-এএসবিওয়াইয়ের নাম বদলে করে পিএম-এবিএইচআইএম, যাতে ভবিষ্যতে মহামারি ও অন্যান্য জরুরি স্বাস্থ্য সংকট মোকাবিলায় তৈরি থাকতে পেরে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়া যায়।

ভারতের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সামনে করোনা মহামারির মধ্যে সকলের জন্য কোভিড ছাড়াও অন্যান্য স্বাস্থ্য পরিষেবার সমান সুযোগ সুনিশ্চিত করা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে জানান কোনিশি। সূত্রের খবর, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য ডেলিভারি ও হেলথ ইনফর্মেশন সিস্টেমকে মজবুত করে তোলা হবে ডিজিটাল পদ্ধতি, কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স মেকানিজম এবং প্রাইভেট সেক্টরের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে। এই কর্মসূচিতে এডিবির জাপান গরিবি দূরীকরণ তহবিল থেকেও ২০ লক্ষ ডলার টেকনিকাল সহায়তা অনুদান মিলবে, যাতে কর্মসূচি রূপায়ণ করতে সুবিধা হয়।

দ্রুত আন্তর্জাতিক উড়ান উড়বে

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর : ডিসেম্বরের মধ্যে আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবা স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে আশাপ্রকাশ করল কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ সচিব রাজীব বনশল একথা জানিয়েছেন। করোনার কারণে গতবছর মার্চ থেকে সমস্ত আন্তর্জাতিক উড়ান বন্ধ হয়ে যায়। বাদ ছিল পণ্য ও নাগরিকদের দেশে ফেরানোর জন্য বিশেষ উড়ান পরিষেবা। কিন্তু সংক্রমণ কম এবং টিকাকরণের হার বাড়ায় একাধিক দেশের সঙ্গে এয়ার বাবল চুক্তি করা হচ্ছে। বর্তমানে ভারত ২৫টি এরকম চুক্তি করেছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যেভাবে নতুন করে সংক্রমণ ছড়াতে শুরু করেছে তাতে তাড়াহুড়ো করতে নারাজ কেন্দ্রীয় সরকার।

দেশীয় ৬জি শীঘ্রই আসছে

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর : ঢাকঢোল পিটিয়ে ৪জি ভোল্টি পরিষেবা শুরু হলেও ভারতের প্রতিটি প্রান্তে ওই দ্রুতগতির ইন্টারনেট পরিষেবা এখনও পৌঁছোয়নি। যদিও সেখানে আটকে না থেকে বিশ্বের প্রথমসারির দেশগুলির সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশে ৫জি পরিষেবা চালুর ব্যাপারে তৎপরতা বেড়েছে। আগামী ২০২৪ সালে লোকসভা ভোটের আগেই ভারতে ৬জি টেলিকম পরিষেবা চালু করে দিতে চাইছে কেন্দ্র। তাও আবার দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ৬জি পরিষেবা। কেন্দ্রীয় টেলিকম ও তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এক ভার্চুয়াল আলোচনাসভায় দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ৬জি পরিষেবা ২০২৩ সালের শেষে কিংবা ২০২৪ সালের শুরুর দিকে চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান।

গম্ভীরকে হুমকি

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর : প্রাণনাশের হুমকি পেলেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার তথা পূর্ব দিল্লির বিজেপি সাংসদ গৌতম গম্ভীর। এর জেরে তাঁর বাসভবনের বাইরে নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাত ৯.৩২ মিনিটে গৌতম গম্ভীর এবং তাঁর পরিবারের প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে আইসিস কাশ্মীর নামে একটি সংগঠন ই-মেল পাঠায়। এরপরই ডিসিপি (সেন্ট্রাল)-এর কাছে অভিযোগ জানান গম্ভীর। ডিসিপি (সেন্ট্রাল) শ্বেতা চৌহান জানিয়েছেন, অভিযোগ পেয়েই তাঁরা তদন্ত শুরু করেছেন।

৫০ শতাংশ কার্যকর কোভ্যাকসিন

লন্ডন ও নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর : চিকিৎসা বিষয়ক আন্তর্জাতিক জার্নাল ল্যানসেটের দাবি, ভারতে তৈরি টিকাটি উপসর্গযুক্ত কোভিড প্রতিরোধে ৫০ শতাংশ কার্যকর। জার্নালে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ দেশে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ চলাকালীন নিজেদের ২ হাজার ৭১৪ জন কর্মীর ওপর সমীক্ষা চালায় এইমস দিল্লি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কোভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছিল। ১৫ এপ্রিল থেকে ১৫ মে'র মধ্যে তাঁদের আরটিপিসিআর টেস্ট করা হয়। দেখা গিয়েছে, যেসব কর্মীর করোনা উপসর্গ ধরা পড়েছে তাঁদের মধ্যে কোভ্যাকসিনের কার্যকারিতা সার্বিকভাবে ৫০ শতাংশ। এছাড়া দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার দু'সপ্তাহ পর সংক্রামিত হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা উপসর্গযুক্ত, তাঁদের ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা ৭৭.৮ শতাংশের কম।

ভারতে সংক্রমণ ঠেকাতে অন্যতম ভরসা কোভ্যাকসিন টিকার কার্যকারিতা প্রত্যাশার তুলনায় কম হওয়ায় বিশেষজ্ঞ মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যদিও বুধবার পর্যন্ত ল্যানসেটের দাবি সম্পর্কে এইমস, স্বাস্থ্যমন্ত্রক বা ভারত বায়োটেক অবস্থান স্পষ্ট করেনি।

বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, যখন এইমসের কর্মীদের মধ্যে সমীক্ষা চালানো হয়েছিল, তখন ভারতে করোনার ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট (সার্স কোভ ২) সর্বোচ্চ মাত্রায় সক্রিয় ছিল। সংক্রামিতদের ৮০ শতাংশের বেশি মানুষের মধ্যে ডেল্টা প্রজাতির ভাইরাসের অস্তিত্ব মিলেছিল।

এই হিসাবে এইমসের উপসর্গ যুক্ত কোভিড সংক্রামিতদের বেশিরভাগ ডেল্টা সংক্রামিত ছিলেন। অর্থাৎ, কোভ্যাকসিনের কার্যকারিতা অতিসংক্রামক সার্স কোভ ২-এর ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়েছে।

ল্যানসেটের রিপোর্ট

- উপসর্গযুক্ত কর্মীদের ক্ষেত্রে কোভ্যাকসিনের কার্যকারিতা ৫০ শতাংশ
- টিকার ২টি ডোজ নেওয়ার দু'সপ্তাহ পর উপসর্গযুক্ত সংক্রামিতদের মধ্যে এর কার্যকারিতা ৭৭.৮ শতাংশের কম
- করোনার দ্বিতীয় ঢেউ চলাকালীন সমীক্ষা হয়
- সংক্রামিতদের ৮০ শতাংশের মধ্যে ডেল্টা প্রজাতির ভাইরাস পাওয়া গিয়েছিল

করোনার অন্যান্য প্রজাতিগুলির ক্ষেত্রে তা কিছুটা বেশি হওয়ার কথা। এর আগে ফাইজার, অ্যাস্ট্রেজেনাকার করোনা টিকাও বাকি ভ্যারিয়েন্টগুলির তুলনায় ডেল্টার বিরুদ্ধে কিছু কম কার্যকর বলে একাধিক সমীক্ষায় ইঙ্গিত মিলেছে।

কোভ্যাকসিনের ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। সংক্রমণে রাশ টানতে দেশীয় টিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

এখনও পর্যন্ত দেশে কোভ্যাকসিনের ১৩ কোটির বেশি ডোজ প্রয়োগ করা হয়েছে। গত কয়েকমাস যাবৎ এই টিকার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে ভারত বায়োটেক। সংস্থার তরফে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কাছে নথিপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি কোভ্যাকসিনকে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োগের অনুমতি দিয়েছে হু। এই পরিস্থিতিতে ল্যানসেটে প্রকাশিত সমীক্ষা রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে নানা মহলে।

করোনায় মৃতদের ক্ষতিপূরণ দাবি রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর : গুজরাটে বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপির বিরুদ্ধে করোনাকালে রাজ্য সরকারের ভূমিকাকে হাতিয়ার করলেন রাহুল গান্ধি। রাজ্যে করোনায় মোট কতজনের মৃত্যু হয়েছে তা জানতে চেয়ে মোদি সরকারকে বিঁধলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। মৃতদের পরিবারপিছু ৪ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিও তুলেছেন ওয়েনাডের সাংসদ।

এদিন টুইটারে বিজেপি ও মোদির অন্যতম স্বপ্ন জাগানো গুজরাট মডেলের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান রাহুল। একটি সাড়ে চার মিনিটের ভিডিও পোস্ট করেছেন তিনি। তাতে রাহুল বলেছেন, 'গুজরাট মডেল নিয়ে বহু চর্চা হয়। সেই রাজ্যের যে পরিবারগুলির সঙ্গে আমরা কথা বলেছি তাঁরা আমাদের জানিয়েছেন, করোনার সময় তাঁরা হাসপাতালে শয্যা, অক্সিজেন, ভেন্টিলেটর কিছুই পাননি।' তিনি দাবি করেন, 'গুজরাটে কোভিডে ১০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু যাচাই করে জানা যায়, করোনায় গুজরাটে তিন লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ১০ হাজার মানুষকে মাত্র ৫০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিয়েছে কেন্দ্র। কিন্তু আমরা চাই, করোনায় মৃতদের পরিবারগুলিকে ৪ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক।'

রাহুলের কটাক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিজের জন্য বিমান কেনার জন্য সাড়ে আট হাজার কোটি টাকা রয়েছে। করোনায় শিল্পপতিদের মোটা অঙ্কের কর মকুব করা হয়েছে। মুষ্টিমেয় শিল্পপতিদের দেশের সবকিছু দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ কিছু পাচ্ছেন না। যখন হাসপাতালে মানুষগুলিকে সাহায্য করার দরকার ছিল তখন তা করেনি সরকার। আবার ১০-১৫ লক্ষ টাকা খরচ করার পরও যখন ওই পরিবারগুলি নিজেদের প্রিয়জনকে ফেরাতে পারলেন না তখনও তাঁদের পাশে দাঁড়াতে তীব্র অনীহা রয়েছে সরকারের। রাহুলের টুইট, সরকারকে মানুষের এই দুঃখ দূর করতেই হবে। ক্ষতিপূরণও দিতে হবে।

গুজরাটে আগামী বছরের শেষে বিধানসভা ভোট। তার আগে রাহুল যেভাবে করোনায় মৃতদের পাশে দাঁড়িয়ে রাজ্য সরকার ও তাদের গুজরাট মডেলকে আক্রমণ করেছেন তার পালটা জবাব দিয়েছে বিজেপি। দলের মুখপাত্র টম ভাডাক্কান বলেন, করোনা রোগীদের পাশে দাঁড়াতে সরকারের যা যা করণীয় তাই করেছে। সেটা রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার যেই করুক না কেন। অন্য সরকার যা কল্পনাও করতে পারে না সেটা করে দেখিয়েছে মোদি সরকার। তাঁর কটাক্ষ, কংগ্রেসের কৃষক আন্দোলনের ন্যারেটিভ শেষ হয়ে গিয়েছে বলে রাহুল গান্ধি করোনায় ক্ষতিপূরণের মতো নিত্য নতুন ন্যারেটিভ তৈরি করছেন। উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্র করোনায় মৃতদের পরিবারপিছু ৫০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল। কংগ্রেস সেইসময় তার বিরোধিতা করে বলেছিল, ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ একটি বিদ্রুপ ছাড়া আর কিছুই নয়। পরিবারগুলিকে ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক।

সংক্রমণ কমাতে দুটি ডোজেই জোর গুলেরিয়ার

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর : করোনা টিকার দুটি ডোজ নিয়েছেন অনেকেই। কিন্তু দুটি ডোজ নিলেও করোনা সংক্রমণ থেকে পুরোপুরি সুরক্ষিত থাকা যাবে কিনা, সেই প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে। করোনা থেকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকতে বুস্টার ডোজ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথাও শোনা যাচ্ছে। এই বিষয়ে দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস (এইমস)-এর ডিরেক্টর রণদীপ গুলেরিয়া বলেছেন, 'এই মুহূর্তে করোনা সংক্রমণ বাড়ার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তৃতীয় ঢেউ আসার সম্ভাবনা ক্রমশই কমছে। সাম্প্রতিক সেরো সমীক্ষার রিপোর্ট সেই দিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। তাই এই মুহূর্তে করোনার বুস্টার ডোজের কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। বরং সকলকে যাতে করোনা টিকার দুটি ডোজ যত তাড়াতাড়ি দেওয়া সম্ভব, সেদিকেই জোর দেওয়া উচিত। পরে হয়তো আমাদের বুস্টার ডোজ নেওয়ার প্রয়োজন হবে। আপাতত

তার কোনও প্রয়োজন নেই।'

করোনার বুস্টার ডোজ নিয়ে গুলেরিয়ার বক্তব্য, 'আগে আমাদের বিভিন্ন গবেষণা রিপোর্ট ও তথ্য পরীক্ষা করে এর কার্যকারিতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে হবে। তারপর তা দেওয়া বা না দেওয়ার কথা ভাবতে হবে। যেহেতু করোনা সংক্রমণ এখন নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই আছে।'

নীতি আয়োগের সদস্য তথা কোভিড টাস্ক ফোর্সের প্রধান ডাক্তার বিনোদ কুমার পলের বক্তব্যও একই। তিনি বলেন, 'করোনা রুখতে বুস্টার ডোজের প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের বৈজ্ঞানিক তথ্যের ওপরই নির্ভর করতে হবে। অনুমানের ওপর নির্ভর করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া চলবে না।'

ভারতে দৈনিক কোভিড সংক্রমণ মঙ্গলবারের তুলনায় বুধবার কিছু বেড়েছে। তবে তা ১০ হাজারের নীচেই রয়েছে। এই নিয়ে পর পর তিনদিন কোভিড সংক্রমণ দশ হাজারের নীচেই রইল। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনা ভাইরাসে সংক্রামিত হয়েছেন ৯,২৮৩ জন। এই সময়ের মধ্যে কোভিড সংক্রামিতদের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৪৩৭ জনের। এর মধ্যে ৩৭০ জনই কেরলের। সংক্রামিতের সংখ্যা কমার সঙ্গে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমার গতিও অব্যাহত রয়েছে। সারা দেশে এখন চিকিৎসাধীন কোভিড রোগীর সংখ্যা ১,১১,৪৮১ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় টিকাকরণ হয়েছে ৭৬ লক্ষ ৫৮ হাজার ২০৩ জনের। সবমিলিয়ে এতদিনে টিকার ডোজ দেওয়া হয়েছে ১১৮ কোটি ৪৪ লক্ষ ২৩ হাজার ৫৭৩টি।

গ্রহাণুর গতিপথ বদলাতে অভিযান নাসার

ওয়াশিংটন, ২৪ নভেম্বর : কয়েককোটি বছর আগে পৃথিবীতে আছড়ে পড়েছিল এক গ্রহাণু। যার জেরে লুপ্ত হয়ে যায় ডাইনোসর প্রজাতি। ২০১৩-য় রাশিয়ার চেলিয়াবিনস্ক শহরের কাছে উল্কাপাতের ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। হতাহত হয়েছিলেন বহু মানুষ। ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা না ঘটে তার জন্য প্রস্তুতি শুরু করেছে নাসা। তাদের সাহায্য করছে এলন মাস্কের সংস্থা স্পেসএক্স। অভিযানের জন্য স্পেসএক্সের তৈরি রকেট ফ্যালকন-৯ ব্যবহার করা হচ্ছে। মঙ্গলবার মার্কিন মহাকাশ সংস্থার তত্ত্বাবধানে স্পেসএক্সের রকেট মহাকাশে পাড়ি দিয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে শুরু হওয়া এই অভিযানের (ডার্ট মিশন) লক্ষ্য একসঙ্গে ২টি গ্রহাণুর গতিপথ বদলে দেওয়া। পরিকল্পনাটি সফল হলে ভবিষ্যতে গ্রহাণুর আঘাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

নাসার প্ল্যানেটারি ডিফেন্স অফিসার লিন্ডসে জনসন জানান, গত ২৩ নভেম্বর যাত্রা করা রকেটটি আগামী বছর সেপ্টেম্বরে একটি বায়োনারি অ্যাস্টরয়েডকে (গ্রাহাণু জোট) আঘাত করবে। এর মধ্যে একটি গ্রহাণুর নাম ডাইমরফস, অন্যটি হল ডাইডিমস। ২টির দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৫৩০ ফুট এবং ২ হাজার ৬০০ ফুট। স্পেসএক্সের ১ হাজার ৩৪৪ পাউন্ড ওজনের রকেটের ধাক্কায় তাদের গতিবেগ কয়েক সেকেন্ড কমবে। গতিপথ সামান্য বদলে যাবে। ভবিষ্যতে কোনও গ্রহাণু পৃথিবীর কাছে চলে এলে এই পদ্ধতিতে সেটির গতিপথ পরিবর্তন করা হবে বলে জনসন জানিয়েছেন। জনহপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী অ্যান্ডি চেংয়ের মতে, গোটা বিষয়টি এখন প্রাথমিক স্তরে রয়েছে। গ্রহাণুর গতিপথ পরিবর্তন করতে হলে রকেটের গতিবেগ কত থাকতে হবে স্পেসএক্সের রকেটের মাধ্যমে তা খতিয়ে দেখছে নাসা। অভিযান সফল হলে তা মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য বলে বিবেচিত হবে।

দূষণের স্থায়ী সমাধান চায় আদালত

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর : দিল্লির বায়ুদূষণের স্থায়ী সমাধান চাইল দেশের শীর্ষ আদালত। আদালত বলেছে, দিল্লির বায়ুদূষণ নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সমীক্ষা চালিয়ে সমাধানসূত্র খুঁজতে হবে। এই সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান আছে বলে শীর্ষ আদালত মনে করছে না। বুধবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা বলেন, 'আপাতত শহরের দূষণের মাত্রা কম বলে মনে হলেও, আগামী দিনে তা ফের বাড়বে। ফলে মামলা হবে। আর তা নিয়ে আমাদের নির্দেশও দিতে হবে।'

প্রধান বিচারপতি এনভি রামানা বলেন, 'দূষণ কিছু কমলেও পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন কিছু হয়নি। তাই মামলা বন্ধ হচ্ছে না। মাঝেমধ্যে এই নিয়ে শুনানি হবে। আমরাও দূষণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আপনাদের নির্দেশ দেব। কিন্তু এই নিয়ে স্থায়ী সমাধানের কথা ভাবতে হবে। ছোটখাটো পদক্ষেপ করে কিছু হবে না।'

বুধবার দিল্লি সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, দূষণ নিয়ন্ত্রণে যানবাহন নিয়ন্ত্রণে আপাতত কড়াকড়ি করা হচ্ছে। সিএনজি ও বিদ্যুৎচালিত যান ছাড়া আপাতত দিল্লিতে অন্য কোনও গাড়ি চলাচলের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। এই নিয়ম চালু হচ্ছে ২৭ নভেম্বর থেকে। ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পরিবেশমন্ত্রী গোপাল রাই বলেন, ২৯ নভেম্বর থেকে সমস্ত সরকারি অফিস খুলে যাচ্ছে। সরকারি আধিকারিকদের ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার না করে গণপরিবহণে যাতায়াত করার অনুরোধ করেন মন্ত্রী।

টানা মাস জুড়ে দূষণে ধুঁকছে দিল্লি। ধোঁয়াশায় আকাশ আচ্ছন্ন। বাড়ির মধ্যেও শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে দিল্লিবাসীর। দূষণের হাত থেকে সমাজের কেষ্টবিষ্টুদেরও মুক্তি নেই। ফলে প্রশাসন থেকে আদালত সকলেরই টনক নড়েছে। দিল্লি ভারতের রাজধানী হওয়ায় গণ্যমান্য বিদেশিদের ভিড় শহরে যথেষ্ট। দিল্লির দূষণের জন্য মুখ পুড়ছে দেশের, এমনও মনে করা হচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে বুধবার শীর্ষ আদালত বলেছে, দিল্লি ভারতের রাজধানী। আমরা সারা বিশ্বের কাছে কী বার্তা পাঠাচ্ছি, তা খেয়াল রাখতে হবে। বিচারপতিদের মতে, নির্দিষ্ট পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে দিল্লির দূষণ কমানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁদের কথায়, 'এখনকার দিনে আমাদের হাতে সুপার কম্পিউটার সহ নানা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি রয়েছে। দূষণ রোধে সেগুলির সাহায্য নেওয়া উচিত। দূষণের একটা পরিসংখ্যান মডেল তৈরি করা উচিত।'

কৃষকদের খড় বিচালি জ্বালানোর সমস্যার বিষয়টিও এদিন আদালতে ওঠে। আবেদনকারীদের পক্ষে আইনজীবী বিকাশ সিং বলেন, 'খড়পোড়া ধোঁয়া নিয়ে চিন্তাভাবনা করা উচিত। কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দিলে হয়তো ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।' কেন্দ্রের তরফে সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, 'দূষণ কমাতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা আমরা জানিয়েছি। আমাদের এই নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাও রয়েছে।'

নিজের জিপে স্টিয়ারিং হাতে আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদব। বুধবার পাটনায়। –পিটিআই